ষষ্ঠ অধ্যায়

সহাবস্থান

প্রিয় শিক্ষার্থী,

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষাবর্ষ প্রায় শেষ। তোমরা এবছর অনেক নতুন নতুন বিষয় শিখেছ। এবার তোমরা আরেকটি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। তোমরা এবার দেখবে এবং শিখবে কিভাবে আমরা আমাদের দেশে সকলে মিলেমিশে একত্রে বসবাস করি। এটা জানতে এবং ভালোভাবে বুঝতে শিক্ষক তোমাদের কিছু কাজ দিবেন, কিছু জিনিস দেখাবেন। তোমার দয়িত্ব হলো সবগুলো কাজ মনোযোগ দিয়ে করা এবং উপলব্ধি করতে চেষ্টা করা।

যেখানে সবাই সেবা পায়

এই অভিজ্ঞতার শুরুতেই শিক্ষক তোমাদের সকল বন্ধুকে কোনো একটি রক্তদান কেন্দ্র/সেবাকেন্দ্র/স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। এটা হবে তোমাদের জন্য একটি ফিল্ড ট্রিপ। ফিল্ড ট্রিপটি কবে কখন হবে তা শিক্ষক তোমাদেরকে সময়মত জানিয়ে দিবেন। তোমার কাজ হলো শিক্ষকের নির্দেশ মতো সেদিন প্রয়োজনীয় খাতা, কলম, খাবার/পানি ইত্যাদি নিয়ে ফিল্ড ট্রিপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।

লক্ষ করো:

রক্তদান কেন্দ্র/সেবাকেন্দ্র/স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/হাসপাতালে অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত মানুষ বেশি আসে। তাই সেসব জায়গায় চলাফেরা করার সময় তোমরা বন্ধুরা একসাথে সারিবদ্ধ ভাবে চলার চেষ্টা করবে এবং কোনো প্রকার হইচই যেন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখবে। যতক্ষণ সেখানে থাকবে ততক্ষণ তোমাদের কাজ হবে আশেপাশের সবাই কে কি করছে তা মনোযোগ দিয়ে দেখা। তোমাদের সাথে যদি কোনো দৃষ্টি প্রতিবন্ধি বন্ধু থাকে তাহলে তোমরা আশেপাশে যা দেখতে পাচ্ছো তা তাকে জানাও। যদি এমন কিছু দেখো যেটা তোমাদের মনে দাগ কাটে, তাহলে সেটা নিজের নোটখাতায় লিখে নাও। তারপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে সবাই শৃংখলাবদ্ধভাবে বাড়ি/বিদ্যালয়ে ফিরে যাও।

তবে কোনো কারণে যদি শিক্ষক তোমাদের বাইরে ফিল্ড ট্রিপে নিয়ে যেতে না পারেন, তাহলেও মন খারাপ কোরো না। ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে তোমরা যা দেখতে তা শ্রেণিকক্ষে বসেই দেখানোর ব্যবস্থা শিক্ষক করবেন।

দলগত কাজ ও উপস্থাপনা

ফিল্ড ট্রিপ থেকে ফেরার পর (বা ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে যা দেখতে তা ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে দেখার পর) শিক্ষক তোমাদের কাছে তোমাদের অনুভূতি জানতে চাইবেন। সেগুলো গুছিয়ে শিক্ষককে বলার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে তোমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কাজটি করবে। তাহলে এবারের কাজ হলো-

কাজ-১৬: নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো।

১. ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে তোমরা কি দেখেছ?

২. কাকে কাকে সেবা দেয়া হচ্ছে?

৩. এমন কাউকে কি দেখেছ যাকে সেবা দেয়া হয়নি?

৪. যা যা দেখেছো তা কেন হচ্ছে বলে তুমি মনে করো?

সবগুলো দলের পোস্টার বানানো হয়ে গেলে শ্রেণিকক্ষে সবাই তা প্রদর্শন করবে এবং শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে সবাই অন্য সব দলের পোস্টারে কি লেখা আছে তা দেখবে।

পোস্টার প্রদর্শনী শেষ হলে শিক্ষক তোমাদের সাথে কিছু আলোচনা করবেন। শিক্ষকের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনে বোঝার চেষ্টা করবে।

মুক্তিযুদ্ধে আমরা সবাই

শিক্ষক তোমাদেরকে এবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি পোস্টার দেখাবেন। পোস্টারটি দেখে পোস্টারে লেখা কথাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করবে এবং কথাগুলোর মূল অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে। তোমরা যে সেবাকেন্দ্রটি দেখেছিলে, সেখানে যা যা দেখেছ সেটার সাথে কি পোস্টারটি কোনোভাবে সম্পর্কিত কিনা সেটাও বোঝার চেষ্টা করবে। প্রয়োজন হলে শিক্ষককে বিভিন্ন প্রশ্ন করে পোস্টারটি সম্পর্কে আরো জেনে নিবে। শিক্ষক পোস্টারটি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করার পর তোমাদেরকে একটি বাড়ির কাজ দিবেন। তোমাদের কাজ হলো-

কাজ-১৭: নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো।

এক্ষেত্রে তুমি তাকে নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারো।

১. আপনি কেন যুদ্ধে গিয়েছিলেন?

২. ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই কি যুদ্ধে গিয়েছিল?

৩. সব ধর্মের মানুষরা কি যুদ্ধে গিয়েছিল?

৪. সব ধর্মের সবাই কি একসাথে মিলে এক হয়ে যুদ্ধ করেছিল?

লক্ষ করো:

যদি তোমাদের পরিচিতজনদের মাঝে কোনো মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে না পাও তাহলে বড় কারো সাহায্য নিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে বের করো।

কাজ-১৭ হয়ে গেলে, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার নেয়া হয়ে গেলে এবার সেই মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে যে সকল তথ্য পেলে সেগুলো এবং সেবাকেন্দ্র/হাসপাতালে ফিল্ড ট্রিপ থেকে যা জানলে সেগুলো একত্র করো। এরপর এসকল তথ্য থেকে সব ধর্মের মানুষের মিলেমিশের থাকার ব্যাপারে যা যা বুঝতে পেরেছ তা বাড়ির কাজের খাতায় লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দিবে। এই দুটো কাজ থেকে তোমরা সকল ধর্মের মানুষের মিলেমিশে বসবাসের ব্যাপারে কি কি জেনেছ সেটাই হবে তোমার বাড়ির কাজের মূল বক্তব্য। শিক্ষক বাড়ির কাজ দেখে তোমাদের সাথে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

সকল ধর্মে সহাবস্থান

পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে। আর আমাদের ইসলামের মতো সকল ধর্মেই সবাইকে মিলেমিশে একত্রে বসবাস করতে বলা হয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার বা ভালো আচরণ করা হলো আখলাকে হামিদাহ, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয় কাজ। এবার তাহলে এসো দেখি, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হবে সে ব্যাপারে ইসলামে আর কি কি বলা হয়েছে।

ইসলামের আলোকে সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কারও সাথে বেইনসাফ কিংবা অন্যায় আচরণের নির্দেশনা দেয় না। ইসলামে অমুসলিমদের জন্য ধর্ম পালন, বিপদাপদে সাহায্য প্রদান, সৌজন্যমূলক হাদিয়া প্রেরণ, ন্যায়বিচারসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভাজন না করে একইসঙ্গে চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া ও লেনদেনের অবকাশ রাখা হয়েছে এবং তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে যাতে করে বিপদাপদে তারা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে পাশে থাকতে পারে। মানুষ হিসেবে মানুষকে সম্মান করা ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে, তা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারী হোক না কেন।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে যখন ভিন্ন ধর্মের কোনো লোক অসুস্থ বা বৃদ্ধ হয়ে কর্মে অক্ষম হয়ে যেত, তখন তিনি তার বার্ষিক 'কর' মওকুফ করে দিতেন এবং বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করে দিতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এক গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এক অসহায় বৃদ্ধ তার পেছন থেকে ধরে বসল। ওমর (রা.) বিনয়ের সঙ্গে বললেন, তুমি কোন ধর্মের অনুসারী? সে বলল, ইহুদি। জিজ্ঞেস করলেন, কি দরকার? বৃদ্ধ বললেন, কর মওকুফ, কিছু সাহায্য ও বার্ধক্য ভাতা। ওমর (রা.) তাকে সর্বপ্রথম নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ও সাহায্য প্রদান করলেন। এরপর বায়তুল মালের হিসাবরক্ষকের কাছে তাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'এ বৃদ্ধ এবং তার মতো আরও যতো বৃদ্ধ আমাদের দেশে আছে, সবার কর মওকুফ করে দাও এবং খাদ্যভান্ডার থেকে তাদের সাহায্য করো। এমন ব্যবহার কিছুতেই সমীচীন নয় যে, আমরা তাদের যৌবনে শুল্ক গ্রহণ করে বার্ধক্যে তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব।'

তাহলে, ইসলাম ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান বা মিলেমিশে থাকার ব্যাপারে কি বলা আছে তা তো আমরা জানলাম। এবার শিক্ষক তোমাদেরকে হিন্দু ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের সবার সাথে মিলেমিশে থাকার ব্যাপারে কি বলা হয়েছে তা জানাবেন।

বই-এর পাঠ এবং শিক্ষকের আলোচনা থেকে চারটি ধর্মের ধর্মীয় সহাবস্থান বা অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি ভালো আচরণের ব্যাপারে যা যা বলা হয়েছে সেগুলো অনুসারে নিচের ছকটি পূরণ করো-

ইসলাম ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান	১। ২।
হিন্দু ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান	১। ২।
খ্রিষ্ট ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান	১। ২।
বৌদ্ধ ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান	১। ২।

এবার আমরা ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শেষ অভিজ্ঞতার সর্বশেষ কাজটি করব। কাজটি হলো-

কাজ-১৮: ধর্মীয় সহাবস্থান সম্পর্কে তুমি যা জানো, অন্য শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীকে তা জানাও।

এই কাজটি কীভাবে করবে তা শিক্ষক তোমাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করে বুঝিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে তুমি পোস্টার, কার্ড, ছবি বা তোমার পছন্দমত যেকোনো উপকরণ ব্যবহার করতে পারো। ধর্মীয় সহাবস্থান সম্পর্কে জানানো শেষে যাকে জানিয়েছ তার কোনো প্রশ্ন থাকলে সে প্রশ্নের উত্তর দিবে। উত্তর জানা না থাকলে শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিয়ে পরবর্তীতে সেই শিক্ষার্থীকে জানাবে। নিশ্চয়ই এটি তোমাদের দুজনের জন্যই একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা হবে!

মহাখালী
ফ্লাইওভার

খিলগাঁও
ফ্লাইওভার

ফ্লাইওভার :
উন্নয়নের পথে,
পথ চলি একসাথে

মিরপুর-বনানী-এয়ারপোর্ট
ফ্লাইওভার

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সরকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যেই পাচ্ছি। মিরপুর ফ্লাইওভার, হাতিরঝিল প্রকল্প, হানিফ ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, ইউলুপ, মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার, বিআরটি প্রকল্প, এলিভেটেড রিং রোড প্রকল্প প্রভৃতি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নগরীকে যানজটমুক্ত করার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণি

ইসলাম শিক্ষা

অশান্তি যুদ্ধ হতেও গুরুতর
–আল কুরআন

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য